ইত্তেফাক

তারিখ ... ৭।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ৭ ...

050

ভারতে বাংলাদেশের বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা হউক

ভারতের যে কোন বই বেশী দাম দিয়া হইলেও বাংলাদেশের ক্রেতারা ক্রয় করিতে পারেন। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারে পুরাতন কিংবা নূতন ভারতীয় বই পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয়রা ইচ্ছামতো বাংলাদেশের বই পান না। কলিকাতার বই মেলায় বাংলাদেশের সীমিত কয়েকটি ষ্টলে এবং কলিকাতার পুঁথিপত্র, এ্যালায়েড পাবলিশার্স, সুবর্ণরেখা, অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি ও অক্সফোর্ড বুক্স এণ্ড ষ্টেশনারীজের মতো কয়েকটি দোকানে স্বল্পসংখ্যক বাংলাদেশের বই পাওয়া যায়। প্রতিবেশী বন্ধু দেশ হইলেও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় না করিয়া বইপত্র আমদানী ও রপ্তানি হয় না। বামফ্রন্ট সরকারের শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং গ্রন্থাগারগুলিতে বইয়ের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ-সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিতে কলিকাতায় পুনর্মুদ্রিত ও খুবই সামান্য সংখ্যক কলিকাতার বইমেলা হইতে ক্রীত বাংলাদেশের বই পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পাঠকগণ ভারতীয় তরুণ লেখকের ও সাম্প্রতিকতম গ্রন্থের খবর পাইলেও ভারতীয় পাঠকরা বাংলাদেশের অনেক বিশিষ্ট লেখকের নাম ও লেখার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ, বাংলাদেশের বই সম্বন্ধে আগ্রহী ভারতীয়ের অভাব নাই। বিশেষতঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনীর গবেষণামূলক সিরিয়াস বইয়ের প্রতি ভারতীয় পাঠকদের যথেষ্ট আগ্রহ রহিয়াছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বছর দুই পূর্বে কলিকাতা ও দিল্লীতে বাংলাদেশের বইয়ের প্রদর্শনীর দর্শকসংখ্যা হইতে। উক্ত প্রদর্শনীতে বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা না থাকায় কলিকাতাস্থ বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসের পক্ষ হইতে ক্রেতাদের চাহিদা, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়। লম্বা লাইনে দাঁড়াইয়া কয়েক হাজার আগ্রহী মানুষ পুস্তকের চাহিদা লিখিয়া জানান। অথচ, আজ অবধি তাহাদের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও ভারতীয় আমদানীকারক নিয়োগ করিয়া বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। উভয় দেশেই দুই দেশের বইয়ের চাহিদা সত্ত্বেও যোগানের অসুবিধার জন্য লেখকের অনুমতি না লইয়া বই ছাপানো বা বুক পাইরেসি হইতেছে। ভারতের বহু গ্রন্থাগারে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের বাংলা ও ইংরাজী বই বিক্রয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন যে বাংলাদেশ তৎপর নহেন আমার মতো বাংলাদেশের বই-প্রেমীর বোধগম্য নহে। উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে বিষয়টি ভাবা দরকার।

—দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
পোঃ-চুপী, জেলা বর্ধমান, পিন-৭১৩৫১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।